বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯
(২০১৯ সনের ১৭ নং আইন)

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সুগারক্রপের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহার উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণসহ আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক; এবং
যেহেতু বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :–

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) ‘ ‘**ইনস্টিটিউট**’ ’ অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(খ) ‘ ‘**কাউন্সিল**’ ’ অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

(গ) ' '**চেয়ারম্যান**' ' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঘ) ' '**প্রবিধান**' ' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) ' '**বিধি**' ' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) ' '**বোর্ড**' ' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(ছ) ' '**মহাপরিচালক**' ' অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; এবং

(জ) ' '**সুগারক্রপ**' ' অর্থ ইক্ষু, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসল বা বৃক্ষ।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইনস্টিটিউট উহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে, এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ও কেন্দ্র

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(১) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা বৃক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহাদের উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(২) চিনি, গুড়, সিরাপ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা;

(৩) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা বৃক্ষের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং উহাদের উপজাতসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(৪) সুগারক্রপভিত্তিক গবেষণা, খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা করা এবং উহাদের অর্থনৈতিক সুবিধা চিহ্নিত করা;

(৫) বিভিন্ন ধরনের সুগারক্রপের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করিয়া জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়িয়া তোলা, এবং

সুগারক্রপের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(৬) সুগারক্রপ গবেষণায় জীব প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও ক্ষতিকর পোকা-মাকড় প্রতিরোধ করা, এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ঠাণ্ডা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

(৭) সুগারক্রপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

(৮) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের নূতন জাত ও প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনীর আয়োজন করা, এবং উক্ত জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এলাকা নির্ধারণ ও স্কিম গ্রহণ করা;

(৯) মিষ্টি জাতীয় ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির উপর সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক এবং দেশি-বিদেশি গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(১০) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মিষ্টি জাতীয় ফসলের চিহ্নিত সমস্যাবলি সম্পর্কে মত বিনিময় করা, এবং মিষ্টি জাতীয় ফসলের সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

(১১) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় সুগারক্রপ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১২) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ও উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিত করা;

(১৩) সুগারক্রপের সহিত আন্তঃফসল হিসাবে উপযোগী যে কোনো ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(১৪) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি জাতীয় ফসলের বিভিন্ন জাতের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিডারবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা;

(১৫) সুগারক্রপ বিষয়ে স্নাতকোত্তর, পিএইচ.ডি. এবং পোস্ট পিএইচ.ডি. পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

(১৬) সুগারক্রপের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

(১৭) সুগারক্রপ গবেষণা ও শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ করা;

(১৮) সুগারক্রপ গবেষণা সংক্রান্ত মনোগ্রাফ, বুলেটিন ও শস্য পঞ্জিকাসহ ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী, প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

(১৯) মিষ্টি জাতীয় ফসলের নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করা, এবং মিষ্টি জাতীয় ফসল সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

(২০) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং